ইউনিট ১০

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

পাঠ-১: বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ মূলত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট। উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত। উচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট আবার আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত।

ন্যায়বিচারের মানদন্ডকে সমুন্নত রেখে নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার বাস্তবায়ন, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে সংহত ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে সুপ্রিম কোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান বহির্ভূত কোনো বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে শাসনতন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করবে। একইসঙ্গে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইনের শাসনকে অক্ষুণ্ন রেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবে রাখবে।

সুপ্রীম কোর্টের গঠন কাঠামো

বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনবোধ করবেন সেরূপ সংখ্যক বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হবেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট বিভাগ ও স্থায়ী বেঞ্চ গঠিত হবে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোনো কারণে শূন্য হলে আপিল বিভাগের জ্যৈষ্ঠতম বিচারক অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি স্বাধীনভাবে বিচারকার্য করবেন।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত, তাই আলোচনার সুবিধার্থে সুপ্রমি কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো–

ক. আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও এখতিয়ার : বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে–

১। **আপিল সংক্রান্ত:** হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদশে বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল, শুনানি ও নিষ্পত্তির অধিকার আপিল বিভাগের রয়েছে। আপিল বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে পারে। হাইকোর্টের বিভাগের ঘোষিত রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতাও আপিল বিভাগের রয়েছে।

২। **উপদেষ্টামূলক:** আপিল বিভাগের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার রয়েছে। যদি রাষ্ট্রপতি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চান, তাহলে আপিল বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে।

৩। **পরোয়ানা জারি:** ন্যায় বিচারের জন্য প্রয়োজন হলে আপিল বিভাগ কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সামনে হাজির হওয়ার এবং কোনো দলিলপত্র দাখিল করার আদেশ দিতে পারেন।

৪। **বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের জন্য এবং অধস্তন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারে।

খ. হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও এখতিয়ার: হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার নিচে আলোচনা করা হলো–

১। স্বপ্রণোদিত (সুয়োমটো) রুল জারি: এটি হাইকোর্ট বিভাগ তথা, বিচারপতিদের এক অনন্য ক্ষমতা। মৌলিক অধিকার রক্ষা, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, বৈষম্য নিরসন, মানবাধিকার রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ যেকোনো বিষয়ে কোনো অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার বা ঝুঁকি দেখা দিলে হাইকোর্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করতে পারে।

২। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা: বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সাংবিধানিক সুদ্ধতা রক্ষায় যেকোনো দেশের বিচারালয়ের এক অনন্য ক্ষমতা। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট ১৯৭২ সালে এ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এ ক্ষমতার বলে জাতীয় সংসদ প্রণীত যেকোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা সুপ্রীম কোর্ট পর্যালোচনা করতে পারে। উক্ত পর্যালোচনায় কোনো আইন সংবিধান পরিপন্থী হলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিলকরার ক্ষমতা রাখে। এ ক্ষমতা ব্যবহার করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায় দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। আবার এ ক্ষমতার বলেই সুপ্রীম কোর্ট পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে।

৩। স্বকীয় ক্ষমতা: হাইকোর্ট বিভাগ যে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে আইনসম্মত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে হাইকোর্ট বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করতে পারে।

৪। মৌলিক অধিকার রক্ষা: সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশ বা আদেশ দিতে পারে।

৫। তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ: হাইকোর্টের কিছু কিছু তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা রয়েছে। হাইকোর্ট তার অধীন সকল আদালতের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৬। বিতর্কিত কাজ বন্ধ বা চলার নির্দেশ: হাইকোর্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে কোনো ব্যক্তিকে অনুমোদিত কার্য হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতে পারে।

অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী : উপরে উল্লেখিত কার্যাবলী ছাড়াও সুপ্রীম কোর্ট নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে–
প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশক্রমে অন্য কোনো বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের নিযুক্ত করবেন। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধান সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্টের বিধি অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের কর্মকর্তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারিত করে থাকে।

সার সংক্ষেপ: সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। তাই এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী অপরিসীম। সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট দেশের সকল আদালতের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংবিধান বহির্ভূত সব কিছুকেই সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক ও সংবিধানের রক্ষক।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন: ১০.১

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. সুপ্রমি কোর্ট কীভাবে গঠিত হয়?
২. সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী লিখুন।

পাঠ-২: বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

স্বাধীন বিচার বিভাগ আধুনিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচার বিভাগের কোন বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের কার্যক্রম বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কেননা বিচার বিভাগ হচ্ছে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত ও শাসন বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগকৃত আইনের ব্যাখ্যাদাতা। তাছাড়া বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা এবং অভিভাবকও বটে। দেশের শাস্ড়ি ও ন্যায়নীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রচার মাধ্যমের বিকাশের জন্যও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরি।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সংজ্ঞা

চাপ, ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার ঊর্ধে উঠে রায় প্রদানের ক্ষমতাকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে। সাধারণ অর্থে বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বুঝায়, আইনের ব্যাখ্যাদান ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের ক্ষমতাকে। বোধগম্য কারণেই সত্য যে, বিচার বিভাগ যদি শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ ও হুমকিমুক্ত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে না পারে, তাহলে এর স্বাধীনতা থাকে না। তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বিচারকদের অবাধ ক্ষমতা বা যা খুশি তাই করার ক্ষমতাকে বোঝায় না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারকদের দৃঢ় মনোবল, প্রখর বুদ্ধি, আইনসংক্রাস্ড় উন্নত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, প্রজ্ঞা, সততা ও স্বাধীন বিচার ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।
লর্ড ব্রাইসের ভাষায়, কোনো দেশের সরকারের কর্তৃত্ব পরিমাপ করার সর্বোত্তম মাপকাঠি হচ্ছে বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, রাষ্ট্র কীভাবে তার বিচার কার্য সম্পন্ন করছে তা জানতে পারলেই রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বেকন (Bacon) বলেছেন, "বিচারকদের হতে হয় সিংহের মতো, কেননা সিংহাসনের ছত্রছায়া তাদের ওপর থাকবে।" অর্থাৎ বিচারকগণ হবে অসীম সাহসের অধিকারী। সরকারের প্রভাব উপেক্ষা করার সাহস তার থাকতে হবে।

লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, (There is no other alternative to determine the goodness of the government but the fitness competence of the judiciary" সুতরাং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। ন্যায় বিচারের ক্ষমতা হলো ভালো সরকার যাচাইয়ের শ্রেষ্ঠ মানদন্ড।

বস্তুত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও অন্যান্য শক্তির প্রভাবমুক্তহয়ে বিচার বিভাগ কর্তৃক নির্ভয়ে এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার স্বাধীনতাকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো বিচার বিভাগকে তখনই স্বাধীন বলা হবে যখন তা হবে সকল প্রকার বাহ্যিক চাপ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ও রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ থেকে পুরোপুরি পৃথকিকৃত। অন্যভাবে বলা যায়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ যথা–শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথকভাবে নিজ নিজ ক্ষমতা চর্চা করবে এবং সকল বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হবে, যেখানে বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে। বিচারক সমস্ড় ধরনের মোহ, অন্যায়, চাপ, বিরাগমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে রায় দিবেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় : বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। বিশেষত উন্নয়নশীর বিশ্বে যেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিম্নমানের এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণ নিম্ন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আছে যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

১। বিচারকদের নিয়োগ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কর্মদক্ষতা বিচারকদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। তাই বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিতে হবে।

২। বিচারকদের পদোন্নতি: বিচারকগণ যাতে সঠিক সময়ে পদোন্নতি পেতে পারেন এবং যোগ্য লোক যাতে পদোন্নতি পান, সে ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সঠিক মূল্যায়ন মানুষের কর্মস্পৃহা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করে। আর পদোন্নতি হচ্ছে কারো কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের শ্রেষ্ঠ উপায়।

৩। উপযুক্ত বেতন-ভাতা: নিজেরসহ পরিবারের যথাযথ ভরণপোষণ মানুষের মৌলিক অধিকার। সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য সবাই প্রত্যাশা করে। তাই বিচারকগণ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য যথাযথ বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের জন্য পৃথক বেতন স্কেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। কার্যমেয়াদ: বিচারকদের কার্য মেয়াদের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যাতে তারা নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন। কার্যকালের স্থায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বিচারকগণকে নির্ভীকভাবে ও নিঃসংশয় চিত্তে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করবে। রায় প্রদানে তা বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

৫। বিচারকদের সামাজিক মর্যাদা: সামাজিক মর্যাদা বিচারকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সমাজে বিচারকদের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য: বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচার বিভাগকে কার্যকর ভাবে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে।

৭। বিচারকদের প্রশিক্ষণ: বিচারকদের উৎকর্ষ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। বিচারকদের নিরাপত্তা: বিচারকদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় বিচারকগণ ন্যায্য রায় প্রদানে ব্যর্থ হন।

৯। আদালত ভবনের নিরাপত্তা: আদালত ভবনকে সুরক্ষিত করতে হবে, যাতে সেখানে কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা বজায় থাকে। এতে বিচারকগণ স্বস্তির সাথে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। এজন্য তাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে না।

১০। বিচারকদের নিঃস্বার্থতা: বিচারক হবেন নিঃস্বার্থ এবং যে কোনো প্রকার ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে। এতে তাদের রায়ের নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

১১। আইন বিষয়ে দক্ষতা: বিচারকগণ আইন বিষয়ে যত দক্ষ হবেন, বিচারকার্যে তত বেশি কর্তৃত্ব করতে পারবেন। পেশাগত বিষয়ে বিচারকের কর্তৃত্ব বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২। সুশিক্ষিত ও দক্ষ আইনজীবী: আইনজীবীগণ মামলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা আইন বিষয়ে যত বেশি সুশিক্ষিত ও দক্ষ হবেন, বিচারকদের জন্য সঠিক রায় প্রদানে তা তত বেশি সহায়ক হবে। তাছাড়া বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ হ্রাস পাবে, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য সহায়ক হবে।

সার-সংক্ষেপ

সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। তাই বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই নাগরিক স্বাধীনতার সর্বোত্তম গ্যারান্টি। ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান সমুন্নত রাখতে স্বাধীন বিচার বিভাগের বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.২

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?